উন্নয়নে পানি ব্যবস্থাপনা

# Blue Gold Program

## Agreement Signing Ceremony on O&M in Between WMA & BWDB

Upazilla Auditorium, Batiaghata, Khulna

February 02, 2010

# Blue Gold Program

Web Message on O&M Agreement Signing Ceremony for Polder -25, 27/1, 27/2, 28/1, 28/2, & 34/2, Dumuria & Batiaghata UZ, Khulna, February, Khulna.

---

O&M agreement signing in between WMA and BWDB is the formal handing over O&M responsibility to the WMAs. This agreement has given legislative authority to the WMA to carry out O&M responsibilities, improve in-polder water management using their own/polder internal resources and expertise as well as outside resources. This process has improved their confidence and ownership on the water management infrastructures. This is one step forward of successful phasing out of the program.

Agreement Signing Program on Operation & Maintenance (O&M) in between 5 Water Management Associations (WMA) of Polder – 25, 27/1, 27/2, 28/1, 28/2, & 34/2, Dumuria & Batighata UZ, Khulna with Bangladesh Water Development Board (BWDB) was held on February 6, 2020 at Ava Center, CSS, Khulna.

The objectives of this program were to sign the O&M agreement by the Water Management Associations (WMAs) & Executive Engineer O&M Division-1&2, BWDB, Khulna and handing over the agreement. In this program WMA Presidents and UP Chairman presented & discussed the key water management challenges and recommended to overcome them. Chief Water Management, Deputy Director, DAE and Project Coordinating Director acknowledged those challenges and clarify the roles and responsibilities of both the parties to overcome those challenges.

In this program Mr. Mahfuz Ahmod, Chief Water Management, BWDB, Mr. Amirul Hossain, Project Coordinating Director, Blue Gold Program, BWDB, Mr. Pankaj Kanti Majumder, Deputy Director, DAE, Khulna, Mr. Ayub Ali, Chief Extension Officer, BWDB, Mr. Guy Jones, Team Leader, Mr. Alamgir Chowdhury, Deputy Team Leader, Blue Gold Program, UP chairman, WMA representatives, BWDB Engineers and electronic media people were attended the program.

Attachment

# Signing Ceremony of O&M Agreement for the Polder Water Management Infrastructures

Venue: CSS Ava Centre, Rupsha, Khulna
February 06, 2020

| Time | Activities & Topics | Resource Person |
|---|---|---|
| 09:30-10:00 | Registration of Participants | |
| 10:00-11:00 | Welcome & Introduction<br>▪ Recitation from the Holly Quran and Geeta<br>▪ Welcome speech<br>▪ Participants Introduction | SDE, Khulna O&M Division-1, BWDB, Khulna |
| | Objective and importance of O&M Agreement | Team Leader, Blue Gold Program |
| | Success of BGP, its challenges and potentials | PCD, Blue Gold Program, BWDB |
| | Inauguration of the program | Chief Gust- ?? |
| 11:00-11:15 | Video show on "News Compile" on Blue Gold activities | Communication Specialist, BGP |
| 11:15-11:30 | Tea Break | |
| 11:30-12:00 | Singing of O&M Agreement in between WMAs & BWDB and Handing over the AGREEMENT.<br>▪ Role of BWDB in implementing of O&M Agreement<br>▪ Role of WMA in implementing of O&M Agreement | XEN, Khulna O&M Division-2, BWDB, Khulna<br>PEO, BWDB, Kustia |
| 12:00-12:10 | Importance of WMO in Polder Water Management and Role of BWDB in Sustaining and building capacity of WMO | CWM, BWDB, Dhaka |
| 12:10-12:20 | Importance of Water Management for Crop Cultivation in Polder area | AD, DAE, Khulna |
| 12:20-13:00 | Experience Sharing –<br>• Roles of WMA in implementing O&M activities<br>• Women empowerment in Polder Water Management | Selected WMA representatives |
| 13:00-13:10 | Experience Sharing - Roles of UP to support WMA in implementing Polder Water Management activities | UP Chairman, ……UP |
| 13:10-13:40 | Drama on "Pani Bebosthoponai Amra (we are for Water management)" | Drama Team, Khulna |
| 13:40-14:00 | Summarize the outcomes and closing with vote of thanks. | PCD, Blue Gold Program, BWDB |
| 14:00- | Lunch and wrap up | |

*Overall facilitation: Md. Abul Kashem, TCL, Blue Gold Program*

Attachment

# অবকাঠামো পরিচালন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি সম্পাদন অনুষ্ঠান এর কার্যবিবরণী

স্থান ঃ সিএসএস আভা সেন্টার, রুপসা স্ট্র্যান্ড, খুলনা
তারিখ ঃ ৬ ফ্রেব্রুয়ারি, ২০২০
সময় ঃ সকাল ১০:০০ থেকে দুপুর ০২:০০ ঘটিকা।

- উপস্থিত পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন ও আমন্ত্রিত অতিথিদের তালিকা এতদ্সঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

অবকাঠামো পরিচালন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি সম্পাদন অনুষ্ঠানটি জনাব পলাশ কুমার ব্যানর্জি, নির্বাহী প্রকৌশলী, খুলনা পওর বিভাগ-২, বাপাউবো, খুলনার সভাপতিত্বে শুরু করা হয়। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সর্বজনাব মাহফুজ আহমদ, প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা, বাপাউবো, ঢাকা; আমিরুল হোসেন, প্রকল্প সমন্বকারী পরিচালক, ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম ও পরিচালক, পরিকল্পনা-৩, বাপাউবো, ঢাকা; মোঃ হুমায়ুন কবীর, প্রকল্প পরিচালক, (ডিএই পার্ট), আইয়ূব আলী, মুখ্য সম্প্রসারণ অফিসার, বাপাউবো, কুষ্টিয়া; পঙ্কজ কান্তি মজুমদার, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খুলনা। তাছাড়াও অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ এবং পোল্ডার ২৫, ২৭/১ ও ২৭/২, ২৮/১ ও ২৮/২ এবং ৩৪/২ পার্ট এর আওতায় গঠিত ৫ (পাঁচ)টি পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন এর নির্বাচিত প্রতিনিধিগণসহ প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সভার প্রারম্ভেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত করেন জনাব আল-আমিন এবং গীতা পাঠ করেন জনাব দেবাশীষ মন্ডল।

জনাব মোঃ সাইদুর রহমান, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী খুলনা পওর বিভাগ-১ তাঁর স্বাগত বক্তব্যে উপস্থিত সকলকে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠানের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, স্থানীয় পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলো আজকের চুক্তি সম্পাদনের পর তাঁরা আরো ভালভাবে পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামোগুলো পরিচালন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে যাবেন, কেননা সঠিকভাবে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের উপর অবকাঠামোগুলোর স্থায়িত্ব ও কার্যক্ষমতা নির্ভর করবে। তিনি অনুষ্ঠান পরিচালনায় উপস্থিত সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

জনাব গাই জোনস্, টিম লিডার, ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম তাঁর বক্তব্যে বলেন আজকের এই অনুষ্ঠানে থাকতে পেরে তিনি খুবই আনন্দিত। তিনি ধন্যবাদ জানান পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন এর সকল প্রতিনিধিবৃন্দকে, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর সকল কর্মকর্তাদেরকে যারা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেন, ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর আওতায় এটাই বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশনসমুহের মধ্যে শেষ চুক্তি সম্পাদন অনুষ্ঠান। তিনি বলেন, ইতোমধ্যে ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর আওতাধীন ২২টি পোল্ডারের মধ্যে ১৬টি পোল্ডারের ২৯টি পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন এর সাথে অবকাঠামো পরিচালন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সর্বশেষ আজকে ৬টি পোল্ডারের ৫টি পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশনের মধ্যে ১২৫টি দল এবং ৩৩,৭২১ জন সদস্য রয়েছে। চুক্তিনামায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েন এর দায়িত্ব আলাদা আলাদা উল্লেখ করা হয়েছে। যে কাজটি এতদিন পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন অনানুষ্ঠানিক ভাবে করে আসছে- সেগুলোকে আনুষ্ঠানিক ভাবে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আজকের এই চুক্তি সম্পাদন অনুষ্ঠান- যার ফলে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলো তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে আরো সচেষ্ট ও ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে আশা করি। তিনি অনুষ্ঠান পরিচালনায় সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

জনাব আমিরুল হোসেন, প্রকল্প সমন্বয়কারী পরিচালক, ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই উল্লেখ করেন যে, বিগত ১১-১৩ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রিঃ তারিখে প্রফেসর ড. সামসুল আলম, সিনিয়র সচিব, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, বাংলাদেশ, ঢাকা মহোদয় খুলনা ও সাতক্ষীরা এলাকাধীন ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন। তিনি প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন কালে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সাংগঠনিক কার্যক্রম ও অবকাঠামোগত কার্যক্রম সরেজমিনে দেখে এবং পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন এর সদস্যদের এবং ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের সাথে আলাদা আলাদা ভাবে ও যৌথভাবে আলোচনা করে সকল ধরণের কাজের অগ্রগতিতে খুবই সন্তোষ্ট হয়েছেন, যা ২ ফেব্রুযারি, ২০২০ খ্রিঃ তারিখের জাতীয় পত্রিকা "দৈনিক বনিকবার্তায়" প্রকাশিত হয়েছে। সিনিয়র সচিব মহোদয় ব্লু গোল্ড প্রোগ্রামকে পানি সম্পদ সকল প্রকল্পের জন্য "রোল মডেল" হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি পরবর্তী সময়েও প্রকল্পের কার্যক্রম চালু রাখা এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে সরকারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগীতার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।

প্রকল্প সমন্বয়কারী পরিচালক মহোদয় বলেন যে, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর প্রকল্পের শুরু থেকেই প্রকল্পের অংশীদার হিসাবে কাজ করে আসছে। তাছাড়াও এ প্রকল্পের সাথে সরকারের প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও মৎস্য অধিপ্তর সম্পৃক্ত রয়েছে। সংশিষ্ট সকল দপ্তরের এবং পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের যৌথ অবদানের/কার্যক্রমের ফলেই শস্য নিবিড়তা ১৮% বৃদ্বি পেয়েছে (লক্ষ্যমাত্র ছিল ১২%) এবং মৎস্য উৎপাদন ৫০-৬০% বেড়েছে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, আজকের এই পওর চুক্তিনামা স্বাক্ষরের মাধ্যমে সকল পর্যায়ে প্রত্যাশা বাস্তবায়ন হবে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামোগুলোর সঠিক পরিচালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত করা জরুরী, যেগুলোর বেশীর ভাগ দায়িত্ব পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের। তিনি বলেন, অনেক সফলতার মধ্যেও দেখা যায়, কোন কোন ব্যক্তি নিজ স্বার্থে নতুন নির্মাণকৃত/বিদ্যমান রেগুলেটর/স্লুইস এর ভিতর দিয়ে গাছের গুড়ি পারাপার করে রেগুলেটর/স্লুইস নষ্ট করছে এবং বেড়ীবাধেঁর ঢালের পাশে সব্জি চাষ করে বেড়িবাঁধের পাড় ক্ষতিগ্রস্থ করছে- যা কখনই কাম্য হতে পারে না।

- ব্লু গোল্ড কার্যক্রম সংক্রান্ত সংবাদ সংকলনের উপর ভিডিও প্রদর্শন করা হয়।

অবকাঠামো পরিচালন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর পক্ষে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী এবং পোল্ডার ২৫, ২৭/১ ও ২৭/২, ২৮/১ ও ২৮/২ এবং ৩৪/২ পার্ট এর পক্ষে সংশ্লিষ্ট পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন এর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকগণ। চুক্তিনামা স্বাক্ষরের পর পরই সেগুলো পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন এর নিকট হস্তান্তর করা হয়।

জনাব পলাশ কুমার ব্যানর্জী, নির্বাহী প্রকৌশলী, খুলনা পওর বিভাগ-২, বাপাউবো, খুলনা তাঁর বক্তব্যে বলেন, পোল্ডার এবং পোল্ডারের আওতায় বিভিন্ন ধরণের অবকাঠামো বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড স্থাপন করলেও এর প্রকৃত মালিক এলাকার জনগণ এবং পক্ষান্তরে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলো। খালের পাটা/ক্রস ড্যাম উঠাতে সংগঠনের সদস্যদের ভয় পাওয়ার কোন অবকাশ নেই, কারণ পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সাথে বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান/দপ্তর আছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, যারা অবৈধ কাজ করে তারা দূর্বল থাকে। পোল্ডার এলাকায় লবণ পানি ঢুকানো বন্ধ করতে প্রাথমিক পদক্ষেপ পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনকেই নিতে হবে, প্রয়োজনে এ কাজে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সহযোগিতা করবে। তিনি বলেন- গেট পরিচালনার বিষয়ে অনেক সময় গেট অপারেটরদের সম্পর্কে বিভিন্ন অভিযোগ আসে- সেগুলো দেখার দায়িত্ব সংগঠনের। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মূল লক্ষ্য হলো- টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠায় পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সাথে যৌথভাবে কাজ করা।।

জনাব আইয়ুব আলী, মূখ্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, বাপাউবো, কুষ্টিয়া বলেন- পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সদস্যগণ ইতোমধ্যে আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক ভাবে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে সঠিক নিয়মে সংগঠন পরিচালনার পরিকল্পনা করে এবং তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে পারলে ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর কার্যক্রম শেষ হয়ে গেলেও সংগঠনগুলো তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারবে। তিনি প্রকৌশল বিভাগের কর্মকর্তাগণকে সম্পাদিত পওর চুক্তি মোতাবেক পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলোর পাশে থাকার অনুরোধ জানান।

জনাব মাহফুজ আহমদ, প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা, বাপাউবো, ঢাকা তাঁর বক্তব্যে বলেন- পোল্ডারে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের নেতৃত্বে সমাজভিত্তিক কৃষি পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষকগণকে উন্নত কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কে বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানকে অন্যান্য পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। তিনি বলেন- পানির চাহিদা এক এক ধরণের ফসলের জন্য এক এক রকম। তিনি আরো জানান- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (BWDB) ছাড়াও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (BADC), কোন কোন ক্ষেত্রে মৎস্য অধিদপ্তর (DoF) পানি ব্যবস্থাপনার উপর কার্যক্রম করে থাকে, পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলোকে সে সকল দপ্তরের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে। তিনি বলেন- পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় সাধন ও সম্পর্ক উন্নয়ন অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা আরো বলেন- শুধু পওর চুক্তি করলেই হবে না, চুক্তির সঠিক বাস্তবায়নই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ব ব্যাংকের আওতায় WMIP ৬৭টি প্রকল্পের আওতায় গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন এর সাথে পওর চুক্তিনামা সম্পাদন করেছিল, কিন্তু সেগুলো থেকে ভাল ফল আসেনি । সম্পাদিত পওর চুক্তি অনুযায়ী পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলো যদি ৮০-৯০% কাজ করতে পারে, তাহলেই এ চুক্তি সফল বলে বিবেচিত হবে। তিনি বলেন- পোল্ডার এলাকায় শক্তিশালী পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন ব্যতিরেকে সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনা কোনক্রমেই সম্ভব হবে না।

প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা আরো বলেন- ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম বাস্তবায়নকারী ও বাস্তবায়ন সহকারী সংস্থাগুলো ছাড়াও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সাথে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলোর যোগাযোগের ও অংশীদারিত্ব উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে- যা স্থানীয় পর্যায়ে অভ্যন্তরীণ পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো উন্নয়নে খুবই সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এ বিষয়ে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার জন্য পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন এর নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান।

জনাব পঙ্কজ কান্তি মজুমদার উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খুলনা বলেন- দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নানা কারণে দিন দিন চাষের জমি কমে যাচ্ছে, সুযোগ রয়েছে ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর আওতায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামোর সুষ্ঠু পরিচালন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে ফসল এলাকা বৃদ্ধি ও উন্নত এবং মূল্যবান ফসলের আবাদ বাড়ানোর। তিনি বলেন- পোল্ডার এলাকার কৃষকগণ আমন মৌসুমে ব্রিধান ৫২ চাষ করে লাভবান হচ্ছেন, কেননা, এই ধানের বীজতলা ১০/১২ দিন পানির নীচে থাকলেও বীজতলা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না এবং জমিতে রোপনের পরেও ১০/১২ দিন পানি নীচে ক্ষতির সম্ভবনা থাকে না। তিনি আরো বলেন- বর্তমানে প্রকল্প এলাকায় বিশেষ করে পোল্ডার ২২, পোল্ডার ২৬ ও পোল্ডার ৩০ এলাকায় ব্যপক হারে তরমুজ চাষের আবাদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি খালে পানি ধরে রাখার মাধ্যমে রবি মৌসুমে তরমুজসহ শাকসব্জী আবাদের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, এ বিষয়ে কারিগরী প্রশিক্ষণ ও নিয়মিত পরামর্শের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ সব সময় কৃষকদের পাশে আছে ও থাকবে। তিনি কোন স্বার্থান্বেষী মহল পোল্ডার অভ্যন্তরে লবণ পানি ঢুকিয়ে ফসল চাষে বিঘ্ন ঘটাতে না পারে- সেদিকে বিশেষ নজর রাখার জন্য সংশ্লিষ্ঠ সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

**অভিজ্ঞতা বিনিময় ঃ**

জনাব মোতলেব গোলদার, সভাপতি, হরি-ভদ্রা পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন (পোল্ডার ২৫) বলেন- হরি নদী, শ্রী নদী ও ভদ্রা নদী পলি দ্বারা ভরাটের কারণে কেওরাতলা স্লুইস ও চহেড়া স্লুইস গেটের সামনের ও ভিতরের খাল প্রায়শই ভরাট হয়ে যায়- যার ফলে রবি ফসলসহ বোরো ধান চাষ মারাত্মকভাবে ব্যহত হয়। সেজন্য সংশ্লিষ্ট পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলোকে নিজ উদ্যোগে (স্বেচ্ছাশ্রম ও পওর তহবিলের অর্থ ব্যয়ে) এবং কোন কোন সময় ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদের আর্থিক সহযোগিতায় বছরে ২/৩ বার পলি অপসারণ করতে হয়, যা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল। তিনি বিষয়টির স্থায়ী সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

জনাব এনামুল হক, সভাপতি, ভদ্রা-সালতা পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন (পোল্ডার ২৭/১ ও ২৭/২) বলেন- পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন এর উদ্যোগে উপজেলা ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক খালের কচুরীপানা/পাটা অপসারণের জন্য মাইকিং করা হয়। তার প্রেক্ষিতে, পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলোর উদ্যোগে সদস্য ও অসদস্যদের স্বেচ্ছাশ্রমে এবং স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ/উপজেলা প্রশাসন এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের সহায়তায় ৫টি খালের কচুরীপানা/নেট পাটা সহজেই অপসারণ করতে পেরেছেন। এই ধরনের সমস্যা সামাধানে স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব তুলে ধরেন ও বিষয়ে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি তিনি অনুরোধ জানান।

জনাব অনন্ত কুমার রায়, সভাপতি, কৈয়া পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন (পোল্ডার ২৮/১ ও ২৮/২) বলেন- ঘূর্ণীঝড় ফনি'র সময় কাজিবাছা নদীর কচুবুনিয়া এলাকায় নদীর পাড়ে ভাঙ্গন দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট পানি ব্যবস্থাপনা দলের উদ্যোগে এসোসিয়েশন/দলের ২৮০ জন সদস্য ও অসদস্য স্বেচ্ছাশ্রমে ও স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদের এর সহযোগিতায় এবং ৬৫,০০০/ টাকা ব্যয়ে প্রাথমিকভাবে ভাঙ্গন রোধ করে, যা পরবর্তিতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড মেরামত করেছে। এ জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং ভবিষ্যতে এ ধরণের সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

জনাব কামরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক, পোল্ডার ৩৪/২ পার্ট পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন (পোল্ডার ৩৪/২ পার্ট) বলেন- ঘূর্ণীঝড় ফনি'র সময় পূর্ব হালিয়া স্লুইস গেট সংলগ্ন বেড়িবাঁধ ভেঙ্গে ফসলের বিশেষ করে আমন ধানের বীজতলার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। সে সময় সংশ্লিষ্ট ২টি পানি ব্যবস্থাপনা দল পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন ও স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগিতায় দলের সদস্য ও অসদস্যদের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ করে পূর্ব হালিয়া স্লুইস গেটের ভিতর পার্শ্বে ক্রম ড্যাম দিয়ে ঐ ক্রস ড্যামের উপর ২টি কাঠের গেটেড কালভার্ট নির্মাণ/স্থাপন এবং ইউনিয়ন পরিষদ ও পানি ব্যবস্থাপনা দল যৌথভাবে বেড়িবাঁধটি প্রাথমিকভাবে মেরামত করে যা পরবর্তীতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ভালভাবে মেরামত করা হয়। ভবিষ্যতে এ ধরণের সমস্যা নিরসনে তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ইউনিয়ন পরিষদসহ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

জনাব পারভীন আক্তার, কোষাধ্যক্ষ, বাহাদুরপুর পানি ব্যবস্থাপনা দল বলেন- ব্লু গোল্ড কার্যক্রমের ফলে এলাকার নারীরাও স্বেচ্ছায় মাঠনালা খনন কাজে অংশগ্রহণ করছে। ব্লু গোল্ড থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে হাঁস-মুরগী পালন, গরু মোটাতাজাকরণ ইত্যাদি কাজে সম্পৃক্ত হয়ে আর্থিকভাবে সাবলম্বী হচ্ছে এবং পরিবারের যে কোন সিদ্ধান্ত যৌথ ভাবে নিয়ে থাকে। তিনি প্রকল্প এলাকায় হাঁস-মুরগী পালন, গরু মোটাতাজাকরণ ইত্যাদি কাজ আরো সম্প্রসারণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বরাবরে অনুরোধ জানান।

জনাব গোলাম হাসান শেখ, চেয়ারম্যান, বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ তাঁর বক্তব্যে বলেন- ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম তাঁর এলাকায় বেড়িবাঁধ মেরামত করায় এলাকাবাসী ও ফসল বন্যা ও জলোচ্ছাসের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে। ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর আওতায় পোল্ডার ৩৪/২ পার্ট এলাকায় যে সকল কাজ করছে, সে সকল কাজের মান খুবই সন্তোষজনক। তিনি বলেন- তিনি এবং তাঁর সদস্যগণ তাঁর এলাকায় পানি ব্যবস্থাপনা দল গঠনসহ প্রকল্পের সকল কাজে সহযোগিতা

করে আসছেন। ইতোমধ্যে ফুলবাড়ি পানি ব্যবস্থাপনা দলের অনুরোধে ১টি গেটেড কালভার্ট নির্মাণ এবং ৫০০ মিটার খাল পুনঃখনন করে দিয়েছেন। অনেক খাল লীজ দেয়ায় এবং খালে নেট পাটা দেয়ায় পানি প্রবাহে বাধার সৃষ্টি হচ্ছে- সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনা বিঘ্নিত হতে পারে এমন খাল লীজ দেয়ার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ ও পানি ব্যাবস্থাপনা সংগঠনের সমন্বয়ের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

- অনুষ্ঠানে পানি ব্যবস্থাপনায় আমরা নাটিকাটি প্রদর্শিত হয়।

এই নাটিকার মাধ্যমে কিছু স্বার্থান্বেষী মহল/ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক খালের পানির প্রবাহকে বিঘ্নিত করে ফসল উন্নয়নে ক্ষতি সাধন করে তার খন্ডচিত্র তুলে ধরা হয়। সে সকল সমস্যা সমাধানে স্থানীয় কৃষকদেরকে সুসংগঠিত ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি করে পানি ব্যাবস্থাপনা সংগঠনগুলোর পথ নির্দেশনা মূলক ভুমিকার চিত্র তুলে ধরা হয়।

প্রকল্প সমন্বয়কারী পরিচালক মহোদয় পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন এর প্রতিনিধিগণকে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামোগুলোর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে সেগুলো থেকে সর্বোচ্চ সুবিধা নেয়ার আহ্বান জানান। তিনি প্রধান পানি ব্যবস্থাপনাসহ উপস্থিত সকলকে তাঁদের মূল্যবান উপস্থিতি ও আলোচনায় সক্রিয় ভূমিকা রাখার জন্য কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

পরিশেষে সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(পলাশ কুমার ব্যানার্জী)
নির্বাহী প্রকৌশলী
খুলনা পওর বিভাগ-২
বাপাউবো, খুলনা।

স্মারক নং ..... তারিখ ঃ .....

অনুলিপি সদয় অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো ঃ

১। প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
২। প্রকল্প সমন্বকারী পরিচালক, ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম, বাপাউবো, ঢাকা।
৩। মুখ্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুষ্টিয়া।
৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, খুলনা পওর বিভাগ-১, বাপাউবো, খুলনা।
৫। উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, খুলনা।
৬। প্রকল্প পরিচালক, ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম (ডিএই পার্ট), ঢাকা।
৭। উপ-প্রধান সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, যশোর।
৮। টিম লিডার, ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম, ঢাকা।
৯। ডেপুটি টিম লিডার, ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম, ঢাকা।
১০। প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম, ঢাকা।
১১। জোনাল কো-অর্ডিনেটর, ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম, খুলনা।

১২। চেয়ারম্যান, বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ, বটিয়াঘাটা, খুলনা।

১৩। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, .....পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন, পোল্ডার .....

১৪। অফিস কপি।